প্রাথমিক মনোনয়ন নিয়ে আনন্দ-উচ্ছ্বাসের দরকার নেই

মেহেরপুর জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক অ্যাড. কামরুল হাসান বলেন, জেলা বিএনপির নেতৃত্বে ধানের শীষের ভোটে আমরা ঐক্যবদ্ধ হবো। আপনারা জানেন, ইতিমধ্যে ষড়যন্ত্র শুরু হয়েছে নির্বাচন বানচালের ষড়যন্ত্র। আপনারা সকলে আজকে দেখেছেন, ঢাকাতে দুটি গাড়ি পোড়ানো হয়েছে। এই ফ্যাসিস্ট সরকারের এখনো যারা আছে, তারা বিভিন্ন রকমভাবে বিভিন্ন জায়গায় এরকম আইনবিরোধী কাজ করে যাচ্ছে।

তাই নির্বাচন বানচালের যারা ষড়যন্ত্র করছে এবং আরও একটি দল এই ফ্যাসিস্টদের সাথে হাত মিলিয়ে আজকে পিআর, কালকে গণভোট এটা-সেটা দিয়ে এই দেশে যাতে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত না হতে পারে, যাতে নির্বাচন না হয়, যাতে নির্বাচনের মাধ্যমে আমাদের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান প্রধানমন্ত্রী না হতে পারেন এই কারণে তারা ষড়যন্ত্র করছে। এই ষড়যন্ত্রের হাত থেকে বাংলাদেশকে বাঁচাতে হবে। আর মেহেরপুরকে বাঁচাতে হবে।

জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস উপলক্ষে সোমবার বিকেলে মুজিবনগর উপজেলা বিএনপির কার্যালয়ে এক আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক অ্যাড. কামরুল হাসান।

তিনি আরও বলেন, এই প্রাথমিক মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে। প্রাথমিক মনোনয়ন নিয়ে এত আনন্দ-উচ্ছ্বাসের কোনো দরকার নেই। চূড়ান্ত তালিকা ঘোষণা হবে যখন তফসিল ঘোষণা হবে, তার পরে। অতএব, তফসিল ঘোষণা পর্যন্ত আপনাদেরকে সকলকে ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে। আজকে প্রায় ১০ দিন হয়ে গেল প্রাথমিক মনোনয়নপত্র দেওয়া হয়েছে। এখন পর্যন্ত আমরা গর্ব করে বলতে পারি, যারা জেলা বিএনপির নেতৃত্বে আছেন তারা সকলে নেতৃত্বে আছেন অন্য কোথাও যাননি।

মুজিবনগর উপজেলা বিএনপির আয়োজনে জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভা ও র্যালি অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন মুজিবনগর উপজেলা বিএনপির সভাপতি আমিরুল ইসলাম।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা বিএনপির সাবেক সহ-সভাপতি আলমগীর খান ছাতু, জেলা সাংগঠনিক সম্পাদক ওমর ফারুক লিটন, সদর

উপজেলা বিএনপির সভাপতি ফয়েজ মোহাম্মদ, সাধারণ সম্পাদক সাহিদুল ইসলাম, পৌর বিএনপির সাধারণ সম্পাদক এহান উদ্দিন মনা এবং মুজিবনগর উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক মশিউর রহমান।

আলোচনা সভায় বক্তারা বলেন, জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ দিন। দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষা ও গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারে বিএনপির নেতাকর্মীদের ঐক্যবদ্ধ থাকার আহ্বান জানান তারা।

মুজিবনগর উপজেলা যুবদলের সদস্য সচিব আনারুল ইসলামের সঞ্চালনায় এসময় উপজেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক হারুন অর রশিদ, যুগ্ম সম্পাদক মানজারুল ইসলাম ও সাইফুল ইসলাম, মহাজনপুর ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি আশরাফুল হক কালু, বাগোয়ান ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি রফিকুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক ইসলাম আলী, মোনাখালী ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি রায়হান কবীর, সম্পাদক আনিসুজ্জামান টুটুল, মুজিবনগর উপজেলা জাসাসের সভাপতি জুলফিকার খান হেলাল, জেলা যুবদলের সহ-সভাপতি মোশারফ হোসেন তপু, দপ্তর সম্পাদক হাবিবুর রহমান ভিকুস এবং যুবদল নেতা মেহেদী হাসান রোলেক্স উপস্থিত ছিলেন।

র্যালিতে উপজেলা বিএনপি ও অঙ্গ-সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

সাইবার মামলায় লিপু-ক্যামেল মেহেরপুরের কারাগারে

বাংলাদেশে অনলাইন জুয়ার অন্যতম শীর্ষ এজেন্ট মুর্শিদ আলম লিপু ও তার সহযোগী মুছায়েদ আলম ক্যামেলকে সাইবার সুরক্ষা আইনের পৃথক দুইটি মামলায় কারাগারে পাঠিয়েছেন মেহেরপুরের আদালত।

রবিবার (১০ নভেম্বর) দুপুরে জেলা গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি) তাদের বিরুদ্ধে দুটি পৃথক সাইবার মামলায় গ্রেপ্তার দেখানোর আবেদন করলে মেহেরপুর সিনিয়র জুডিসিয়াল আমলী আদালত-১ এর বিচারক মেহেদী হাসান মোবারক মুনিম ও সিনিয়র জুডিসিয়াল আমলি আদালত-২ এর বিচারক জুয়েল

রানা আবেদন মঞ্জুর করে কারাগারে প্রেরণের নির্দেশ দেন। লিপু ও ক্যামেলকে ২০২৪ সালের ২৮ ডিসেম্বর মেহেরপুর সদর থানায় দায়েরকৃত সাইবার নিরাপত্তা আইন ২০২৩–এর অধীন ২৬ নম্বর মামলা এবং একই বছরের ২৪ ফেব্রুয়ারি মুজিবনগর থানার ৯/২২ মামলায় গ্রেপ্তার দেখানো হয়। আদালতে আসামিপক্ষের আইনজীবীরা জামিনের আবেদন করলে বিচারক তা নামঞ্জুর করেন।

আদালতের শুনানিতে রাষ্ট্রপক্ষে প্রতিনিধিত্ব করেন এপিপি মোখলেছুর রহমান খান স্বপন এবং তাকে সহযোগিতা করেন মেহেরপুর জেলা বারের সভাপতি অ্যাডভোকেট মারুফ আহমেদ বিজন। আর আসামি পক্ষে আইনজীবী হিসেবে ছিলেন অ্যাডভোকেট কামরুল হাসান, অ্যাডভোকেট মিয়াজান আলী ও অ্যাডভোকেট এহান উদ্দিন মনা।

ডিবি সুত্রে জানা গেছে, আসামিদের রিমান্ডে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য শিগগিরই আবেদন করবে জেলা গোয়েন্দা পুলিশ।

এছাড়াও বর্তমানে সাতক্ষীরায় লিপুকে সাইবার সুরক্ষা আইনের ৩ টি মামলা এবং যশোরের ২ টা মামলাতেও তাকে গ্রেপ্তার দেখানো হয়েছে।

এর আগে সাতক্ষীরা জেলা পুলিশের অভিযানে অনলাইন জুয়ার শীর্ষ এজেন্ট মুর্শিদ আলম লিপু ও তার সহযোগী মুছায়েদ আলম ক্যামেলকে গ্রেপ্তার করা হয়। ১১ অক্টোবর দুপুরে প্রেস ব্রিফিংয়ে সাতক্ষীরার পুলিশ সুপার মোহাম্মদ মনিরুল ইসলাম বিষয়টি নিশ্চিত করেন। গ্রেপ্তারের সময় তাদের কাছ থেকে ১৬টি মোবাইল ফোন ও ৩টি ল্যাপটপ জব্দ করা হয়, যা অনলাইন জুয়ার কাজে ব্যবহৃত হতো বলে জানিয়েছিল পুলিশ। বর্তমানে সাতক্ষীরায় সাইবার সুরক্ষা আইনে লিপুর বিরুদ্ধে তিনটি মামলা রয়েছে। যশোরের আরও দুটি মামলায়ও তাকে গ্রেপ্তার দেখানো হয়েছে।

আদালত প্রাঙ্গণে উপস্থিত সাংবাদিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে একটি বিরল দৃশ্য, মুজিবনগর থানার সাবেক এসআই সাহেব আলীর হঠাৎ উপস্থিতি। বর্তমানে তিনি মাগুরা জেলা সিআইডিতে কর্মরত। জানা যায়, লিপুকে আদালতে তোলা হবে শুনে তিনি ব্যক্তিগতভাবে মেহেরপুরে আসেন এবং তার সঙ্গে দেখা করেন। এই একই এসআই সাহেব আলীর অনলাইন জুয়া চক্রের সঙ্গে সম্পৃক্ততার একটি অডিও কল গত জানুয়ারিতে দৈনিক কালবেলায় প্রকাশিত হয় এবং সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাইরাল হয়। অডিও ফাঁসের পরও তার বিরুদ্ধে কোনো প্রশাসনিক ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি, এমন অভিযোগ তুলেছেন স্থানীয়দের অনেকে।

বিষয়টি নিয়ে মেহেরপুর জেলা পুলিশের একজন উর্ধ্বতন কর্মকর্তা আনুষ্ঠানিক বক্তব্য দিতে রাজি না হলেও, কালবেলা প্রতিবেদককে তিনি জানান এই ঘটনাটা সংশ্লিষ্ট দপ্তরের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের জানানো হয়েছে। উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

মুর্শিদ আলম লিপুর নামে এর আগেও ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে একাধিক মামলা বিচারাধীন। ২০২১ সালের ১৪ নভেম্বর ডিএমপির পল্টন থানায় ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে দায়েরকৃত এক মামলায়ও তার নাম রয়েছে।

২০২৫ সালের জানুয়ারিতে দৈনিক কালবেলায় ‘অনলাইন জুয়ার রাজধানী মেহেরপুর, হেডকোয়ার্টার রাশিয়া’ শিরোনামের প্রতিবেদন প্রকাশের পর প্রশাসন নড়েচড়ে বসে। ওই সময় থেকেই আত্মগোপনে চলে যান লিপু। ঢাকা সিআইডির অর্গানাইজড ক্রাইম ইউনিটের অনুসন্ধানে দেখা যায়, তিনি বিভিন্ন ব্যক্তির জাতীয় পরিচয়পত্র ব্যবহার করে একাধিক সিমকার্ড সংগ্রহ করে অনলাইন লেনদেন পরিচালনা করতেন। কখনো মাগুরা, কখনো সাতক্ষীরা, আবার কখনো ঢাকার বসুন্ধরায় অবস্থান পরিবর্তন করতেন তিনি।

দেশের অনলাইন জুয়া ও মানি লন্ডারিং তদন্তে সিআইডির অর্গানাইজড ক্রাইম বিভাগ যে ১৯ জন শীর্ষ এজেন্টের অনুসন্ধান করছে, তার মধ্যে প্রথম নামেই রয়েছে মেহেরপুরের এই মুর্শিদ আলম লিপু। ২০২১ সালের অভিযানে অনলাইন জুয়ার সঙ্গে যুক্ত ৯ সদস্যকে গ্রেপ্তার করেছিল সিআইডি; তখনও লিপুর নাম উঠে আসে। সেদিন থেকেই তার বিরুদ্ধে শুরু হয় দেশজুড়ে অনুসন্ধান।

সাইবার অপরাধ, মানি লন্ডারিং, অনলাইন জুয়া সব কিছুর ছায়া যেন একত্রে জড়ো হয়েছে লিপু নামের এই তরুণের চারপাশে। একদিকে আদালতে কঠোর সিদ্ধান্ত, অন্যদিকে প্রশাসনের নিরবতা। সব মিলিয়ে মেহেরপুরের আকাশে আবারও ভেসে বেড়াচ্ছে একটিই প্রশ্ন, ‘জুয়ার এই নেটওয়ার্কের শেষ কোথায়?’

একই জানাজা শেষে পাশাপাশি কবরে চিরনিদ্রায় তারা

মেহেরপুর সদর উপজেলার রাজনগর গ্রামের মল্লিকপাড়া মাঠে গত শনিবার রাতটি নেমে এসেছিল এক অমানবিক কষ্টের বার্তা নিয়ে।

নীরব রাত, কিন্তু গ্রামের প্রতিটি ঘরে কান্নার রোল, প্রতিটি মানুষের চোখে জল। সামনে পাশাপাশি রাখা চারটি নিথর খাট, সাদা কাফনে মোড়া চারটি নিষ্পাপ শিশুর দেহ। এরা ছিল আপন দুই বোন, একজন চাচাতো বোন এবং একজন প্রতিবেশী খেলার সাথী।

গতকাল রবিবার রাত ১০টার সময় একসাথে জানাজার নামাজ শেষে রাজনগর কবরস্থানে পাশাপাশি চারটি কবরে শায়িত করা হয় তাদের।

গতকাল রবিবার দুপুরে রাজনগর গ্রামের বাড়ি থেকে তারা পাশের মশুরিভাজা বিলে গিয়েছিল শাপলা তোলার উদ্দেশ্যে। বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা নামলেও যখন তারা ঘরে ফেরেনি, উদ্বিগ্ন পরিবার ছুটে যায় মশুরিভাজা বিলের দিকে। কিছুক্ষণের মধ্যেই বিলের জলে একে একে ভেসে ওঠে চারটি শিশুর নিথর দেহ, যা পুরো এলাকায় শোকের ছায়া নামিয়ে আনে।

নিহতরা হলো আব্দুস সামাদের মেয়ে ফাতেমা (১৪) ও আফিয়া (১০)। এদের মধ্যে ফাতেমা মোমিনপুর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের অষ্টম শ্রেণির ছাত্রী এবং আফিয়া বারাদি তৃণমূল মডেল একাডেমির চতুর্থ শ্রেণির ছাত্রী। ইরাকপ্রবাসী সাহারুল ইসলামের মেয়ে ও বারাদি তৃণমূল মডেল একাডেমির চতুর্থ শ্রেণির ছাত্রী আলেয়া (১০), ইসহাক আলীর মেয়ে ও আমঝুপি মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের অষ্টম শ্রেণির ছাত্রী মিম (১৪)। নিহত সবার বাড়ি রাজনগর গ্রামের মল্লিকপাড়ায়।

রাতের সেই হৃদয়বিদারক জানাজায় অংশ নেন সাবেক সংসদ সদস্য ও বিএনপি মনোনীত প্রার্থী মাসুদ অরুণ, জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট কামরুল হাসান এবং জেলা জামায়াতের আমির মাওলানা তাজউদ্দীন খান। মাওলানা তাজউদ্দীন খান নিজেই নিহতদের জানাজার ইমামতি করেন।

গ্রামের প্রবীণ আয়ুব আলী পাশাপাশি চারটি কবর খোঁড়ার কাজ করেছেন। তিনি কান্নাজড়িত কণ্ঠে বলেন, “এই বয়সে এসে একসাথে চারটা কবর

খুঁড়তে হবে, তা কখনো ভাবিনি। এমন মর্মান্তিক মৃত্যু আমাদের গ্রাম দেখেনি।”

নিহত ফাতেমা ও আফিয়ার বাবা আব্দুস সামাদ কাঁদতে কাঁদতে বলেন, “আমার দুই মেয়ে একসাথে চলে গেল, আল্লাহ যেন তাদের জান্নাত দান করেন।” পাশে দাঁড়িয়ে থাকা মিমের বাবা ইসহাক আলীও ছিলেন নির্বাক, শুধু নীরবে অশ্রু বিসর্জন দিচ্ছিলেন।

মোমিনপুর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আব্দুল জব্বার জানান, ফাতেমা তার বিদ্যালয়ের ছাত্রী ছিল। সে মেধাবী ও বিনয়ী ছিল। এমন সম্ভাবনাময় শিক্ষার্থী হারানো বিদ্যালয়ের জন্য এক অপূরণীয় ক্ষতি।

এ ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী দুই যুবক জানান, তারা ভ্যানযোগে যাওয়ার সময় দূর থেকে দেখেন মেয়েগুলো পানিতে নেমেছে, ভেবেছিলেন খেলছে। কিছু সময় পরেই শোনেন, তারা আর নেই। তারা আক্ষেপ করে বলেন, “জানলে হয়তো দৌড়ে গিয়ে বাঁচানোর চেষ্টা করতাম।”

মেহেরপুরে আইডিইবির ৫৫তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালন

ইনস্টিটিউশন অব ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স, বাংলাদেশ (আইডিইবি) এর ৫৫তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে বর্ণাঢ্য র্যালি ও আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়েছে।

আইডিইবি মেহেরপুর জেলা শাখার উদ্যোগে আজ সোমবার সকালে সড়ক ও জনপদ (সওজ) অফিস প্রাঙ্গণে আলোচনা সভাটি অনুষ্ঠিত হয়।

আইডিইবি মেহেরপুর জেলা শাখার সভাপতি আনিসুজ্জামান বকুলের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন সাধারণ সম্পাদক আলিমুজ্জামান, শিক্ষা বিষয়ক সম্পাদক রশিদুল ইসলাম বোরহান, গবেষণা বিষয়ক সম্পাদক আব্দুর রহমান ও আমিনুল ইসলাম প্রমুখ।

এর আগে এক বর্ণাঢ্য র্যালি বের করা হয়। জেলা শাখার সভাপতি

আনিসুজ্জামান বকুল ও সাধারণ সম্পাদক আলিমুজ্জামানের নেতৃত্বে র্যালিটি পৌর কমিউনিটি সেন্টার হলের সামনে থেকে শুরু হয়ে বাদ্যের তালে তালে শহরের প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে সড়ক ও জনপদ বিভাগের সামনে গিয়ে শেষ হয়।

মেহেরপুরের কলাইডাঙ্গায় জামায়াত প্রার্থী তাজউদ্দিন খানের গণসংযোগ

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী মেহেরপুর জেলা শাখার উদ্যোগে সদর উপজেলার বারাদী ইউনিয়নের কলাইডাঙ্গা গ্রামে গণসংযোগ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল রবিবার বিকাল ৪টার দিকে কলাই ডাঙ্গা গ্রামের প্রধান সড়ক ও দোকানপাটে এ গণসংযোগ অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে নেতৃত্ব দেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী মেহেরপুর-১ আসনের প্রার্থী তাজউদ্দিন খান। এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা জামায়াতের নায়েবে আমির মাহবুব আলম, মেহেরপুর জেলা সেক্রেটারি ইকবাল হুসাইন, মেহেরপুর শ্রমিক ফেডারেশনের জেলা সভাপতি আব্দুর রউফ মুকুল, মেহেরপুর সদর উপজেলা আমির সোহেল রানা, মেহেরপুর সদর উপজেলার সেক্রেটারী ও আমঝুপি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান পদপ্রার্থী জাব্বারুল ইসলাম মাষ্টার, মেহেরপুর শ্রমিক ফেডারেশনের সদরের সভাপতি আবুল হোসেন, বারাদী ইউনিয়নের আমির আসাদুজ্জামান, সেক্রেটারি আব্দুর রাজ্জাকসহ ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

গণসংযোগ কর্মসূচিতে আসন্ন রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে জনসম্পৃক্ততা বাড়ানো এবং দলীয় প্রার্থীর পক্ষে সর্বাত্মক সমর্থন প্রদানের আহ্বান জানানো হয়।

সভাপতি হামিদুল, সেলিম রেজা সাধারণ সম্পাদক

মেহেরপুর সদর উপজেলার আমঝুপি ইউনিয়নের খোকসা গ্রামে “খোকসা যুব সংঘ” নামে একটি নতুন সামাজিক সংগঠনের কমিটি গঠন করা হয়েছে।

গতকাল রবিবার সংগঠনের নিজস্ব কার্যালয়ে এক আনুষ্ঠানিক সভার মাধ্যমে এই কমিটি ঘোষণা করা হয়।

সভায় প্রধান উপদেষ্টা রফিকুল ইসলামের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপদেষ্টা লুৎফর রহমান। অনুষ্ঠানে প্রধান উপদেষ্টা রফিকুল ইসলাম ২১ সদস্যের নির্বাহী কমিটি ঘোষণা করেন।

ঘোষিত কমিটিতে সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন শামসুজ্জামান (হামিদুল) এবং সাধারণ সম্পাদক হয়েছেন মোঃ সেলিম রেজা।

অন্যান্য দায়িত্বপ্রাপ্তরা হলেন, সহ-সভাপতি খালিদ সাইফুল্লাহ আপেল, সহ-সভাপতি আদম শেখ, সহ-সভাপতি সোহাগ আলী, সহ-সাধারণ সম্পাদক হেলাল শেখ, অর্থ সম্পাদক শরিফুল জামান (টুটুল), সাংগঠনিক সম্পাদক আবির শেখ, প্রচার সম্পাদক নাজমুল হক, সাংস্কৃতিক সম্পাদক আজাদ শেখ, খাদ্য সম্পাদক মোশারফ শেখ, অফিস সম্পাদক মাজহারুল ইসলাম, ক্রীড়া সম্পাদক জমিরুল ইসলাম।

নির্বাহী সদস্য হিসেবে রয়েছেন, জিহাদ, এনামুল শেখ, মাসুম রেজা, সুমন, জামান, শরিফুল ইসলাম, মোমিনুল ইসলাম, বকুল ও আব্দুল হামিদ।

ঘোষিত এই ২১ সদস্যের কার্যনির্বাহী কমিটি আগামী তিন বছরের জন্য অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।

প্রধান উপদেষ্টা রফিকুল ইসলাম বলেন, খোকসা যুব সংঘ একটি অরাজনৈতিক, অলাভজনক ও সম্পূর্ণ সামাজিক সেবামূলক সংগঠন। সমাজের যুবদের ঐক্যবদ্ধ করে সমাজ উন্নয়ন, শিক্ষা সহায়তা, সাংস্কৃতিক চর্চা ও মানবিক কর্মকাণ্ডে ভূমিকা রাখাই এই সংগঠনের মূল লক্ষ্য।

মেহেরপুরের নতুন জেলা প্রশাসক লুৎফুন নাহার

মেহেরপুরের নতুন জেলা প্রশাসক হিসেবে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের উপ-সচিব মিস লুৎফুন নাহারকে পদায়ন করা হয়েছে। মেহেরপুরের বর্তমান জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ আব্দুল ছালামকে নড়াইল জেলা প্রশাসক হিসেবে বদলি করা হয়েছে।

গতকাল রবিবার রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে উপসচিব আমিনুল ইসলাম স্বাক্ষরিত এক প্রজ্ঞাপনে এ তথ্য জানিয়েছে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়।

মাত্র আড়াই মাসের ব্যবধানে মেহেরপুরের জেলা প্রশাসককে বদলি করা হলো। গত ২৫ আগষ্ট ড. মোহাম্মদ আব্দুল ছালামকে মেহেরপুরের জেলা প্রশাসক হিসেবে পদায়ন করে সরকার।

ন্যাশনাল ল’ইয়ার্স অ্যালায়েন্সের মুখ্য সংগঠক হলেন অ্যাড. সাকিল আহমাদ

জুলাই অভুত্থানের প্রেরণায় গঠিত এনসিপি (ন্যাশনাল সিটিজেন পার্টি) সমর্থিত ন্যাশনাল ল’ইয়ার্স অ্যালায়েন্সের মুখ্য সংগঠক হিসেবে দায়িত্ব পেয়েছেন সুপ্রীম কোর্টের আইনজীবী ও এনসিপির কেন্দ্রীয় যুগ্ম মুখ্য সমন্বয়ক অ্যাডভোকেট সাকিল আহমাদ।

আইনজীবীদের এই সংগঠনের আহ্বায়ক কমিটির আহ্বায়ক হিসেবে অ্যাডভোকেট এস এম আজমল হোসেন (বাচ্চু) ও সদস্য সচিব হিসেবে অ্যাডভোকেট খন্দকার মো: এরশাদুল বারী (মামুন) দায়িত্ব পেয়েছেন।

দেশব্যাপী আইনজীবীদের ঐক্যবদ্ধ করে গণতন্ত্র, ন্যায়বিচার ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে এই সংগঠন কাজ করবে বলে জানা গেছে। ন্যাশনাল ল’ইয়ার্স অ্যালায়েন্স সারাদেশের আইনজীবীদের নিয়ে বারভিত্তিক কমিটি দিয়ে কাজ শুরু করবে।

অ্যাডভোকেট সাকিল বলেন, আইনজীবীরা জাতির বিবেক। আমরা আইনের শাসন ও নাগরিক অধিকারের পক্ষে ঐক্যবদ্ধ হতে চাই। জুলাই অভুত্থানকে ধারণ করে আইনাঙ্গনের সকল সমস্যা দূরীকরণে কাজ করবে এই সংগঠনটি।

তিনি আরও জানান, জেলাসহ সকল বারে দ্রুত সমন্বয় ও আহ্বায়ক কমিটি গঠন করা হবে এবং আইনজীবীদের অংশগ্রহণে সারাদেশে সচেতনতামূলক কার্যক্রম হাতে নেওয়া হবে।

আইনজীবী মহলে এ পদক্ষেপকে ইতিবাচকভাবে দেখা হচ্ছে। অনেকে মনে করছেন, এই উদ্যোগ আইনজীবীদের জাতীয় পর্যায়ে এক নতুন ধারার রাজনৈতিক ও পেশাগত ঐক্যের দ্বার খুলে দেবে।

দেশের মানুষের জীবনমান উন্নয়নে কাজ করবে বিএনপি

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে মেহেরপুর-২ আসনে বিএনপি মনোনীত প্রার্থী আমজাদ হোসেন গতকাল রোববার বিকাল থেকে কাজিপুর ইউনিয়নের বেতবাড়িয়া এলাকায় গণসংযোগে অংশ নেন। এ সময় তিনি বাড়ি বাড়ি গিয়ে ভোটারদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করেন, তারেক রহমান ঘোষিত ৩১ দফা কর্মসূচির লিফলেট বিতরণ করেন এবং ধানের শীষ প্রতীকে ভোট চান।

গণসংযোগকালে সাবেক এমপি আমজাদ হোসেন বলেন, বিএনপি রাষ্ট্রক্ষমতায় এলে মেহেরপুর-২ (গাংনী) আসনের সার্বিক উন্নয়নকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। তিনি নির্বাচনি এলাকায় প্রয়োজনীয় সব ধরনের উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন। নারী ভোটারদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, বিএনপি ক্ষমতায় গেলে প্রতিটি পরিবারে ফ্যামিলি কার্ড দেওয়া হবে।

তিনি আরও বলেন, বিএনপি ঘোষিত ৩১ দফা বাস্তবায়নের মাধ্যমে দেশের মানুষের জীবনমান উন্নয়নে কাজ করবে। বিগত সময়ে আপনারা দুঃসময়ে বিপুল ভোট দিয়ে আমাকে সংসদ সদস্য বানিয়েছিলেন। ধানের শীষকে ভালোবেসে যেভাবে ভোট দিয়েছেন, এবারও আমাকে তেমনই ভালোবেসে ভোট দিয়ে নির্বাচিত করবেন।

আমজাদ হোসেন বলেন, তারেক রহমান আমার মাধ্যমে আপনাদের হাতে ধানের শীষ তুলে দিয়েছেন। ভোটের দিনে ধানের শীষে ভোট দিয়ে বিএনপিকে জয়যুক্ত করতে হবে। তাই তারেক রহমানকে ভালোবেসে আগামী নির্বাচনে ধানের শীষে ভোট দিন।

তিনি আরও বলেন, গত ১৭ বছরে আপনাদের ওপর মামলা-মোকদ্দমা, জেল-জরিমানা ও হুলিয়া দেওয়া হয়েছে। ভবিষ্যতে এসব আর হবে না। তারেক রহমান ও খালেদা জিয়া বলেছেন, কারও ওপর প্রতিশোধ নেওয়া যাবে না।

গণসংযোগে উপস্থিত ছিলেন গাংনী উপজেলা বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও সাহারবাটি ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান আসাদুজ্জামান বাবলু, জেলা কৃষকদলের সভাপতি মাহবুবুর রহমান, কাজিপুর ইউনিয়ন বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক মতিয়ার রহমান মোল্লা, গাংনী উপজেলা যুবদলের সাবেক সভাপতি সাজেদুল ইসলাম বুলবুল, কাজিপুর ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি কামাল হোসেন বিএসসি, জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ইকবাল হোসেন, মেহেরপুর জেলা ছাত্রদলের সাবেক সভাপতি নাজমুল হোসেন, গাংনী পৌর জাসাসের সাধারণ সম্পাদক সুলেরী আলভী, বিএনপি নেতা খাইরুজ্জামান কালাম, কাজিপুর ইউনিয়ন যুবদলের সাধারণ সম্পাদক বকুল হোসেন, যুবদল নেতা মাহফুজ বিশ্বাস রহিদুল, স্থানীয় বিএনপি নেতা গোলাম মর্তুজা, আব্দুল মতিন, শাহিন বিশ্বাস, ওয়ার্ড কৃষকদল নেতা মশিউর রহমানসহ বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মীরা।

পরে বেতবাড়িয়া বাজারে আয়োজিত পথসভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন আমজাদ হোসেন। পথসভায় এলাকার শত শত নারী-পুরুষ অংশ নেন।

মেহেরপুরে পদ্ম ফুল তুলতে গিয়ে একই পরিবারের তিনজনসহ চার শিশুর মৃত্যু

মেহেরপুর সদর উপজেলার রাজনগর গ্রামের মশুরিভাজা বিলে পদ্মফুল তুলতে গিয়ে একই পরিবারের ৩ জনসহ চার ছাত্রীর মমান্তির্ক মৃত্যু হয়েছে।

রবিবার সন্ধ্যায় স্থানীয়রা প্রথমে তিনজনের মরদেহ উদ্ধার করে। একজন নিখোঁজ থাকায় পরে ফায়ার সার্ভিসের একটি টিম গিয়ে অপরজনের মরদেহ উদ্ধার করে।

নিহতরা হলো, আব্দুস সামাদের মেয়ে ফাতেমা (১৪) ও আফিয়া (১০)। এদের মধ্যে ফাতেমা মোমিনপুর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের অষ্টম শ্রেণীর ছাত্রী এবং আফিয়া বারাদি তৃণমূল মডেল একাডেমির চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্রী। ইরাক প্রবাসী সাহারুল ইসলামের মেয়ে ও বারাদি তৃণমূল মডেল একাডেমির চুতর্থ শ্রেণীর ছাত্রী আলেয়া (১০), ইসাহাক আলীর মেয়ের আমঝুপি মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের ৮ম শ্রেণীর ছাত্রী মিম (১৪)। নিহত সকলের বাড়ি রাজনগর গ্রামের মল্লিকপাড়ায়।

স্থানীয়রা জানান, দুপুরের দিকে চারজনই একসঙ্গে মশুরিভাজা বিলে পদ্মফুল তুলতে মশুরিভাজা বিলে যায়। দীর্ঘক্ষণ তারা ফিরে না আসায় বিকালের দিকে পরিবারের লোকজন তাদের খুঁজতে বের হয়। বিলপাড়ে তাদের স্যান্ডেল পড়ে থাকতে দেখে যে একজনের লাশ পানিতে ভাসছে। তারপর খোঁজাখুঁজির পর আরও দুটি মরদেহ দেখতে পায়। একজনের খোঁজ না পেয়ে মেহেরপুর ফায়ার সার্ভিসকে খবর দিলে ফায়ার সার্ভিসের একটি টিম সেখানে উদ্ধার অভিযান চালিয়ে আরও একজনের মরদেহ উদ্ধার করে। মমান্তিক এ খবর ছড়িয়ে পড়লে পুরো এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে। স্বজনদের আহাজারিতে এলাকার পরিবেশ শোকে ভারী হয়ে উঠেছে।

মেহেরপুর ফায়ার সার্ভিস ইউনিটের টিম লিডার শামিম হোসেন জানান, পদ্মফুল তুলতে গিয়ে চারজন বিলে ডুবে যায়। স্থানীয়রা ৩ জনের মরদেহ উদ্ধার করে। একজনকে খুঁজে না পেলে আমাদের খবর দিলে আমরা ঘটনাস্থলে পৌছে বিলের একটি গর্তের মধ্যে থেকে বাকি জনের মরদেহ উদ্ধার করা হয়।

বারাদি পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ এস আই রেজাউল ইসলাম বলেন, দুপুর দেড়টার দিকে চারজন মশুরিভাজা বিলে পদ্মফুল তুলতে যায়। ফুল তুলতে গিয়ে তারা একটি গর্তে পড়ে নিখোঁজ হয় বলে ধারণা করা হচ্ছে। পরে বিকাল ৫টা ২০ মিনিটে তাদের লাশ উদ্ধার করা হয়।

মেহেরপুর সদর থানার ওসি মেছবাহ উদ্দিন বলেন, নিহত চারজনের কেউ সাঁতার জানতো না। বিলে একেক যায়গায় একেক রকম গভিরতা। যেকারণে তারা বুঝতে না পেলে বিলে তলিয়ে গেছে। পরে তাদের খোঁজাখুজি করার পর স্থানীয়রা ও ফায়ার সার্ভিস তাদের মরদেহ উদ্ধার করে।

মেহেরপুরের অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক মো: তরিকুল ইসলামের নেতৃত্বে ভারপ্রাপ্ত উপজেলা নিবার্হী কর্মকতার্ সুমাইয়া জাহান ঝুকার্সহ প্রশাসের একটি টিম ঘটনাস্থলে গিয়ে নিহত পরিবারের খোজ খবর নিয়েছেন।

অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক মো: তরিকুল ইসলাম বলেন, প্রাথমিকভাবে নিহতদের দাফনের জন্য মরদেহ প্রতি ১০ হাজার টাকা করে বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে।